প্রথম আলো

তারিখ ... 16 MAR 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষকদের কথা

আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে শংকা

মাহফুজুল হক

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বড় জোর দুই মাস পর অনুষ্ঠিত হবে। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর কাছে এমনিতেই ইংরেজি দুর্বোধ্য বিষয়। এ বছর নতুন সিলেবাসের আলোকে প্রশ্ন প্রণয়নের ফলে তাদের আশঙ্কা আরো বেশি। তাদের এ উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে সম্প্রতি টেস্ট পেপারগুলোতে সন্নিবেশিত কিছু খ্যাতনামা কলেজের প্রশ্ন। একটু দেরিতে হলেও ন্যাশনাল কারিকুলাম টেকস্ট বোর্ড বা এনসিটিবি থেকে একটা যথাযথ গাইডলাইন শিক্ষার্থী, প্রশ্ন প্রণেতা এবং পরীক্ষকদের জন্য দেওয়া হয়েছিল। নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্নসংবলিত টেস্ট পেপার ঘেঁটে দেখা গেছে অনেক কলেজেই এনসিটিবি কর্তৃক প্রদত্ত গাইডলাইন মেনে প্রশ্ন করা হয়নি। নাম উল্লেখ না করেই বলছি, ঢাকার এবং ঢাকার বাইরের কিছু স্বনামধন্য কলেজও দুর্ভাগ্যজনকভাবে একই দলে। দুশ্চিন্তার বিষয় হলো, এসব কলেজের শিক্ষকবৃন্দই অনেক সময় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকেন। সেক্ষেত্রে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি যদি সেখানেও ঘটে তাহলে তার ফলাফল অনুমানসাপেক্ষ। ২০০২ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষার গণিত বিষয়ের প্রশ্ন নিয়ে কতটা বিতর্ক হয়েছিল সেটা আমাদের মনে আছে।

পরীক্ষকদের মধ্যেও বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। Fill in gap, Choose the correct word Re-arranging বিষয়গুলোর মূল্যায়নের ব্যাপারে রয়েছে নানামুনির নানা মত। এসএসসিতে যেমনটা হতো—পুরোটা প্রশ্ন খাতায় তোলার ব্যাপারটা এইচএসসির এনসিটিবি গাইডলাইনে একেবারেই নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে ছাত্রছাত্রীরা শুধু শূন্যস্থানে প্রয়োজনীয় উত্তরটি লিখবে। কিন্তু অনেক শিক্ষকই সম্পূর্ণ লাইন বা প্যাসেজ না লিখলে পুরোটা কেটে দিচ্ছেন। এমনকি স্পষ্ট বলা আছে রি-অ্যারেঞ্জের বেলায়ও বাক্যগুলো না তুলে ক্রমিক নম্বরগুলো লিখে দিলেই চলবে। অথচ অনেক পরীক্ষকই আছেন, যারা উত্তরপত্রে প্রশ্নের বাক্যগুলো না তুললে একেবারেই নম্বর দিচ্ছেন না। ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের ১৪নং প্রশ্ন নিয়েও বিতর্কের অবসান হয়নি। শোনা কথা বা গুজবের ওপর ভিত্তি করে (নাকি সত্যি) অনেক কলেজে পপুলেশন এডুকেশনের ওপর নানা প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ের ওপর আদৌ প্রশ্ন হবে কিনা বা যদি করা হয় কীভাবে করা হবে কেউ বলতে পারে না।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ যদি প্রশ্ন প্রণয়ন এবং খাতা মূল্যায়নে প্রশ্ন প্রণেতা এবং পরীক্ষকদের যথার্থ ধারণা দিয়ে মতানৈক্য ঘোচাতে ব্যর্থ হন তাহলে এইচএসসি পরীক্ষার ইংরেজি বিষয়ের ফলাফল যে বিপর্যয়ের মুখে পড়বে সেটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। ফলাফলের কথা নাইবা ধরলাম, অন্তত তরুণ শিক্ষার্থীদের ভাগ্য নিয়ে খেলা করার অধিকার নিশ্চয়ই কারো নেই। ঢাকা তথা অন্যান্য শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সদয় দৃষ্টি দেবেন কি?

মাহফুজুল হক : ইংরেজি বিষয়ের অধ্যাপক এবং প্রধান পরীক্ষক।